দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 28 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

17

চট্টগ্রামে ৩টি কলেজে ছাত্র সংঘর্ষে ১ জন নিহত ।। আহত ২৫

(চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

২৭শে মার্চ—আজ চট্টগ্রামের ৩টি সরকারী কলেজে সংসদ নির্বাচন পূর্ব সংঘর্ষে একজন ছাত্র নিহত এবং অপর ২৩ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৩ জনকে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। অপর ২১ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ)

চট্টগ্রামে ছাত্র সংঘর্ষ

(১ম পৃঃ পর)

এদিকে ৩টি কলেজে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগামীকাল চট্টগ্রামে অর্ধ দিবস হরতাল আহ্বান করিয়াছে।

নিহত জসিমউদ্দিন চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র। সে একজন ছাত্র শিবির কর্মী বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। গুলীবিদ্ধ আহত ছাত্রদের মধ্যে রহিয়াছে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ছাত্র ও কলেজ সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শামসুল ইসলাম এবং সরকারী বাণিজ্য কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র লিয়াকত আলী চৌধুরী। অপরজন বাণিজ্য কলেজের পিয়ন জয়নাল আবেদীন।

বাণিজ্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত কলেজ বন্ধ এবং সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন। ৪ঠা এপ্রিল হইতে কলেজে পূর্ব নির্ধারিত রমজানের ছুটি শুরু হইবে। ৩রা এপ্রিল চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, সরকারী মহসীন কলেজ ও সরকারী বাণিজ্য কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা ছিল।

প্রকাশ, আজ দুপুর সাড়ে ১১ টায় বাণিজ্য কলেজে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার সময় এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রায় দেড়ঘন্টার এই সংঘর্ষকালে দুইপক্ষের মধ্যে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া চলিতে থাকে। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে একদল সশস্ত্র যুবক কলেজের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে এবং একটি ছাত্র সংগঠনের সমর্থক

নিহত ছাত্র জসিমউদ্দিন

ছাত্রদের খুঁজিতে থাকে। এই সময় তাহারা ভাঙ্গচুর চালায় দীর্ঘ সংঘর্ষের সময় প্রথম বর্ষের ছাত্র জসিম উদ্দিন গুলীবিদ্ধ হইয়া ঘটনাস্থলে মারা যায়।

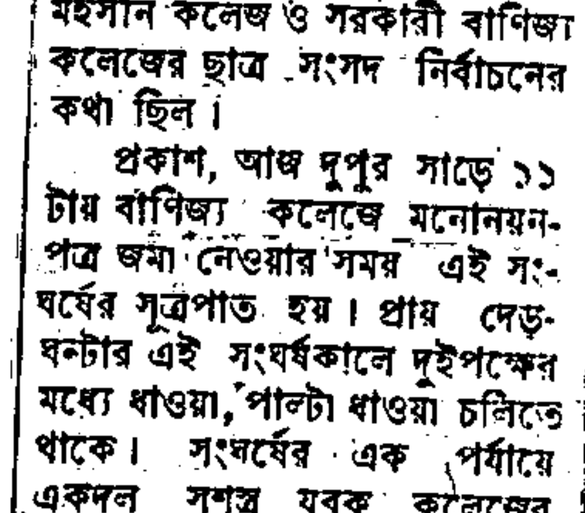

ঘটনার অব্যবাহত পর দুপুর ১টায় বাণিজ্য কলেজ হইতে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসীন কলেজে একদল যুবক বোমা ফাটায়। চট্টগ্রাম কলেজের সামনে একদল ছাত্র বহিরাগতদের বাধা দিলে সেখানে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায় চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র এবং কলেজ সংসদের প্রাক্তন ছাত্র শামসুল ইসলাম সহ কয়েকজন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়। তাহাদের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। এখানে হামলাকারীদের ব্যবহৃত সন্দেহে একটি মোটর সাইকেল পোড়াইয়া দেওয়া হয়।

ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগরী নেতৃবৃন্দ আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ (সুর) ও জাতীয় ছাত্রলীগকে দায়ী করিয়াছে। তাহারা জানায়, বাণিজ্য কলেজে আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় একটি মাইক্রোবাস ও একটি জীপ সহকারে আগত সশস্ত্র এইসব বহিরাগতদের এলোপাথাড়ি গুলী বর্ষণে, শিবির কর্মী জসিম নিহত এবং ভিপি প্রার্থীসহ ২০জন আহত হয় ও অপর কয়েকজন নিখোঁজ রহিয়াছে।

বহিরাগতরা একইভাবে চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসীন কলেজে হামলা চালায়। সেখানেও ৭/৮ জন আহত হয়।

ছাত্র লীগ (সু-র) চট্টগ্রাম মহানগরী নেতৃবৃন্দ আজ এক বিবৃতিতে সরকারী বাণিজ্য কলেজে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য যাওয়ার সময় ছাত্রলীগ ও জাতীয় ছাত্রলীগের একটি যৌথ মিছিলে শিবির নামধারী বহিরাগতরা হাত বোমা ও পিস্তলের গুলীবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করে। এই হামলায় ৮জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয় বলিয়া দাবী করা হয়। বিবৃতিতে চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসীন কলেজেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রার্থীদের উপর একইভাবে হামলা চালানো হয় বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চট্টগ্রাম মহানগরী শাখা আজ সন্ধ্যায় সংগঠন কার্যালয়ে এক প্রতিবাদ সভায় ৩টি কলেজে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া সৃষ্ট হাঙ্গামার জন্য ছাত্রশিবিরকে দায়ী করে।

তিনটি কলেজে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগামীকাল ভোর ৬টা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করিয়াছে। পরিষদ আজ সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করিয়াছে যে, চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজে শিবিরের হামলায় তাহাদের ৪০ জন নেতা ও কর্মী আহত হইয়াছে।